প্রথম আলো

তারিখ ... 1 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 2 ...

চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদ 'মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ'-এর প্রকাশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নেপালের রাজদরবারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেছিলেন বাংলার প্রাচীন নিদর্শন *চর্যাপদ*। তারপর *চর্যাপদ* নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু গবেষকদের নির্ভর করতে হয়েছে তিব্বতি ও মঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত *চর্যাপদ*-এর ওপর। কিন্তু হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদ চর্যাগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন তালপাতার মূল পাণ্ডুলিপি থেকে।

গতকাল শুক্রবার সকালে জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে হলো কবি জসীমউদ্‌দীন-কন্যা হাসনা মওদুদের বই *মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ*-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আবুল খায়ের এ প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

২৫ বছর আগে বইটি একবার প্রকাশিত হয়েছিল। এবার ভারতের দিল্লির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হার-আনন্দ থেকে প্রকাশিত হলো বইটি।

চর্যাপদ-এর কবিতা বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আগে গবেষকেরা নির্ভর করেছেন এসব কবিতার তিব্বতি ও মঙ্গোলীয় অনুবাদ ও মুনি দত্তের সংস্কৃত টীকার ওপর।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান স্যার ফজলে হাসান আবেদ হাসনা মওদুদকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে হাসনা মওদুদকে চিনি। প্রচুর ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কাজ করেন। এ বই দেখলে সেটা বোঝা যায়।'

হাসনা মওদুদের বইটির বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সৌমিত্র শেখর। তিনি বলেন, 'আমাদের আত্মপরিচয়ের সূচনা আছে *চর্যাপদ*-এ। এটিকে অনেকে বাংলা সাহিত্যের আকরগ্রন্থ বলেন। এতে তখনকার সমাজ ও সংস্কৃতি, এমনকি আইনের কথাও আছে। হাসনা মওদুদ তাঁর এই গ্রন্থে সেটাই তুলে ধরেছেন।'

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক কায়সার হক বলেন, 'বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতির ছাত্র হিসেবে এ বইয়ের মূল্য আমার কাছে অনেক। *চর্যাপদ*-এ আছে কাব্য, সংগীত ও নৃত্যের সমন্বয়। আছে ধর্মীয় আচারও। তখনকার মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, আবেগ, সংস্কৃতি সবকিছু চর্যার মধ্যে আছে। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে ইংরেজি অনুবাদের ফলে ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্যও অনেক সুবিধা হলো।'

হাসনা মওদুদ তাঁর বক্তৃতায় স্মরণ করেন কবি জসীমউদ্‌দীন, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে। তিনি বলেন, তাঁদের সাহচর্য ও উৎসাহই তাঁকে এমন কাজে উৎসাহী করেছে। এ বইটি লেখার জন্য তাঁকে যেতে হয়েছে নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়ায়, এমনকি ভুটানের পরিত্যক্ত মন্দিরেও।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ফখরুল আলম, পালি অ্যান্ড বুড্ডিস্ট স্টাডিজের সুকমল বড়ুয়া, কবি আমিনুর রহমান, বইটির প্রকাশক হার-আনন্দের চেয়ারম্যান নরেন্দ্র কুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে হাসনা মওদুদের স্বামী বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদ উপস্থিত ছিলেন।